ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 168 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২৪ ● কলকাতা ● ১৬ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 131

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর অস্তিত্বের হীনতা প্রাপ্ত হলে জীবনে অনেক সমস্যা খাড়া হয়ে যায় আর ঐ মানুষের প্রভাব আরো খারাপ হতে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে অস্তিত্ব ছাড়া মানুষ দুর্বল মানুষ হয়। সেইজন্যে মানুষের বিচার অনুযায়ী মানুষের ঘরের শক্তিস্থান দুর্বল বা শক্তিশালী হয়। যেরকম মানুষ নিঃশ্বাস নেয়, গাছ নিঃশ্বাস নেয়, তেমনি স্থানও নিঃশ্বাস নেয়।

ক্রমশঃ

দ্রুত উন্নয়নের কাজ শেষ করতে নবান্নে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উন্নয়নের কাজ দ্রুত শেষ করতে আজ, মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরে কোন কোন প্রকল্পে কী কাজ হয়েছে, কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা ঘাটতি রয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট ইতিমধ্যেই তৈরি করতে বলা হয়েছিল প্রতিটি দপ্তরের সচিবদের। সেই বিষয়টিও নজর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক বৈঠকের পর ৩ ও ৪ তারিখ মালদহ ও মুর্শিদাবাদে রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে মমতার। গাজোল ও বহরমপুরে সভা করবেন তিনি। একদিকে প্রশাসনিকভাবে উন্নয়নের কাজ চলবে, অন্যদিকে রাজনৈতিকভাবে চক্রান্তের বিরুদ্ধে চলবে লড়াই। মাস পেরলেই নয়া বছর। এসআইআর শেষ হলেই বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ কমিশন ঘোষণা করে দিতে পারে। তাই দ্রুত উন্নয়নের কাজ শেষ করে ফেলতে চান মমতা। সূত্রের খবর, যাঁরা অনলাইনে জাতি শংসাপত্র-সহ বিভিন্ন শংসাপত্রের জন্য আবেদন করছেন, তাঁরা যাতে সহজে আবেদন করতে পারেন, তার জন্য ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে অনলাইনে আবেদন করার বিষয়টিও দেখে নিতে বলেন তিনি। অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর-এর জেরে কোথাও যাতে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা না দেয়, তার জন্য বিশেষ নজর রাখতে বলা হয়েছে রাজ্যের আধিকারিকদের।সেই রিপোর্ট নিয়েই আজ, মুখ্যমন্ত্রী পর্যালোচনা করবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

নাগাল্যান্ডের নামে 'জাল' লটারির সাম্রাজ্য! চিঁচিড়ার ছাপাখানায় হানা–গ্রেফতার ১ জামবনি থানার বড় সাফল্য–উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার জাল টিকিট, ছাপার মেশিন, কম্পিউটার

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

নাগাল্যান্ডের 'ডিয়ার গঙ্গা' লটারির নাম ভাঁড়িয়ে ঝাড়খণ্ড–বিহার–বঙ্গ জুড়ে চলত লক্ষ লক্ষ টাকার জাল লটারি র‍্যাকেট। সেই জালিয়াতির মূল শিকড় মিলল ঝাড়গ্রামের চিঁচিড়ায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে জামবনি থানার আই.সি অভিজিৎ বসু মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশ চিঁচিড়া বাজারে টানা অভিযানে ধরে ফেলে অভিযুক্ত শেখ সাদেকুল হোক আনসারিকে।অভিযুক্তের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয়—লক্ষাধিক টাকার জাল লটারি টিকিট,আধুনিক লটারি ছাপার মেশিন,কাটিং মেশিন,একাধিক কম্পিউটার ও নগদ অর্থ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাদেকুল নিজের বাড়িতেই এক প্রকার গোপন ছাপাখানা তৈরি করে বহুদিন ধরে জাল লটারি ছাপাত। আসল ডিয়ার লটারির রেজাল্ট কপি করে প্রতিদিন বাজারে ছাড়তো জাল টিকিট। পুলিশ জানিয়েছেন, এই কারবারে বাইরে আরও কয়েকজন যোগ থাকতে পারে।জামবনি থানার পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই জাল লটারি চক্রটিকে চিহ্নিত করতে গোপনে নজরদারি চালাচ্ছিল। সূত্র যাচাই করে, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং লোকাল ইন্টেলিজেন্সের ভিত্তিতে গোটা চক্রকে টার্গেট করা হয়। অভিযান সফল হওয়ায় স্থানীয় মানুষের মাঝে পুলিশের প্রতি আস্থা আরও বাড়ল। এই প্রসঙ্গে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপারেশন) গুলাম সারোয়ার বলেন—"এটি সরাসরি সংগঠিত আর্থিক প্রতারণা। বৈধ লাইসেন্স, কাগজপত্র কোনওটাই নেই। জাল লটারি ছাপানো, বিক্রি করা—উভয়ই গম্ভীর দণ্ডনীয় অপরাধ। আমরা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছি এবং এই র‍্যাকেটের পেছনে থাকা প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনব। তদন্ত আরও বিস্তৃত হচ্ছে।"অভিযুক্তকে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে পেশ করলে মহামান্য বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ মনে করছে, এই গ্রেফতারি বৃহৎ জাল লটারি নেটওয়ার্ক ভাঙার প্রথম ধাপ। জামবনি থানার পুলিশের এই সাফল্যে খুশি স্থানীয় মানুষজন।

শিয়ালদহ-কল্যাণী সেকশনে নতুন এসি লোকাল সার্ভিস শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্মৃতি সামন্ত, কলকাতা:শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর এসি লোকাল সার্ভিস রবিবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে (এখন সপ্তাহে ৭ দিন)।*

বর্ধিত রেল যোগাযোগ: এসি এবং নন-এসি পরিষেবা কল্যাণীতে যাত্রীদের জন্য সুবিধা বৃদ্ধি করবে।

পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ বিভাগ শিয়ালদহ এবং কল্যাণীর মধ্যে একটি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ইএমইউ লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করবে এবং শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সেকশনে বিদ্যমান এসি পরিষেবার চলমান দিনগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

এই উন্নত পরিষেবাটি ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ (শিয়ালদহ-কল্যাণী) এবং ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ (বর্ধিত শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর রবিবার পরিষেবা) থেকে শুরু হবে, যা হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীদের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বর্ধিত আরাম এবং সুবিধা প্রদান করবে। এসি লোকাল সার্ভিসটি দীর্ঘদিনের জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করে এবং এই উচ্চ-যানবাহন রুটে একটি প্রিমিয়াম, তবুও সহজলভ্য, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে। এই পরিষেবাটি বিশেষভাবে উপকারী হবে বলে আশা করা হচ্ছে:

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণকারী শিক্ষার্থীরা।

কল্যাণীর এইমস-এ আসা রোগীরা।

প্রচলিত শহরতলির ট্রেনের আরামদায়ক এবং নির্ভরযোগ্য বিকল্প খুঁজতে কল্যাণীর আশেপাশের শিল্প, প্রশাসনিক এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে যাওয়া পেশাদাররা।

নতুন এসি ইএমইউ লোকাল বিবরণ নিম্নরূপ:

১. *শিয়ালদহ - কল্যাণী এসি পরিষেবা:*

এই প্রাথমিক পরিষেবাটি সপ্তাহে ছয় দিন (সোমবার থেকে শনিবার) চলবে।

ট্রেন নম্বর ৩১৩৪৭/৩১৩৪৪ শিয়ালদহ - কল্যাণী - শিয়ালদহ।

শিয়ালদহ থেকে যাত্রা: বিকাল ৩:৩৫, কল্যাণী পৌঁছাবে বিকাল ৪:৫২

কল্যাণী থেকে যাত্রা: বিকাল ০৫:০২, শিয়ালদহ পৌঁছাবে বিকাল ০৬:২০

২. *বর্ধিত শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর এসি পরিষেবা:*

শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর সেকশনে এসি পরিষেবা, যা আগে নির্দিষ্ট দিনে চালু ছিল, এখন সপ্তাহে এক দিন অতিরিক্ত চলবে, (ভিন্ন সময়ে) বিশেষ করে রবিবারে। ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই সম্প্রসারণটি বিশেষভাবে

এরপর 6 পাতায়

১৫ বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান, উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন দফতরের সভাঘরে সব দফতরের রিপোর্ট কার্ড পেশ করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। উন্নয়নের পাঁচালীর মাধ্যমে মানুষের কাছে কৈফিয়ত প্রদান করলেন মুখমন্ত্রী। ১৪ বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের দাবি রাজ্য সরকারের।১ হাজার ৭০০ কোটি টাকায় গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণ হয়েছে। ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালু হয়েছে। বাংলা সড়ক যোজনায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ৭ কোটি ৪১ লক্ষ মানুষ রেশন পান। ৯ কোটি মানুষ রয়েছেন খাদ্যসাথীর তালিকায়। কৃষকবন্ধু পাচ্ছেন ১ কোটি ৬০ হাজার বেশি কৃষক। ১২টি রাজ্যে ডিম সরবরাহ করা হচ্ছে। পথশ্রী প্রকল্পে ২০ হাজার কিলোমিটারের বেশি রাস্তা তৈরি হয়েছে। শিল্পে ২ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। মুরগির খাবারের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্র। চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। তাই মুরগির খাবার তৈরিতে স্বনির্ভর হচ্ছে বাংলা। মঙ্গলবার রাস্তার টাকা কেন্দ্রকে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ দারিদ্র সীমার বাইরে চলে গিয়েছেন। বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমেছে। দেউচা পাচামিতে এক লক্ষ কর্ম সংস্থান হওয়ারও দাবি

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দ্রুত উন্নয়নের কাজ শেষ করতে নবান্নে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

খবর।

এদিক সোমবার নবান্নে একাধিক প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে বৈঠক ছিল মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের। সেই বৈঠকে হঠাৎই যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এসআইআর-এর জন্য বাংলার বাড়ি, রাস্তা-সহ উন্নয়নের কাজ যাতে উপেক্ষিত না হয়, সেই নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের চাপের মুখে ভয় না পাওয়ার বার্তা দেন মমতা।

সূত্রের খবর, তিনি পাশে রয়েছেন বলে আশ্বস্ত করে অফিসারদের উদ্দেশে মমতা বলেন, "ওরা একজন এক্স অফিসারকে পাঠিয়েছে। তবে তাতে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। দিল্লি পাঠিয়ে দেওয়া হবে, বদলি করে দেওয়া হবে বললেও ভয় পাবেন না। কিচ্ছু ভাববেন না। আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান।"

প্রশাসনের অন্দরমহলের খবর, এসআইআরের কাজে তদারকির জন্য কমিশনের পর্যবেক্ষকরা জেলা জেলায় যাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অফিসারদের বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কাজের সময়ের বাইরেও সেই নির্দেশ পালন করতে হচ্ছে বলে খবর আসছে প্রশাসনের শীর্ষস্তরে। এমন পরিস্থিতিতে তাই ফের রাজ্যের আধিকারিকদের পাশে থাকার বার্তাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও একদিকে জনমুখী প্রকল্পের কাজ চালানো, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ক্রমাগত অতিসক্রিয়তা। এই দুই চাপ সামলে রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে দপ্তরগুলিকে আরও সক্রিয় করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সেই জন্যই বার্ষিক কাজের হিসেব নিকেশ করে দেখে নিতে চান কোন দপ্তর কতটা কাজ করেছে। বাজেটে যে টাকা প্রকল্পের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তার কতটা খরচ করা গিয়েছে। কোন কোন কাজ হয়নি ও কেন হয়নি, তাও এদিন খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার জেরে জনমুখী প্রকল্পের কাজ যাতে বিঘ্ন না হয়, তা দেখতে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নবান্ন। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া চলতে থাকায় কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজে ব্যাঘাত হয়েছে বলেই নবান্নের কাছে রিপোর্ট এসেছে।

(২ পাতার পর)

১৫ বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থান, উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিটি দফতর গত ১৪ বছরের কাজের বিস্তারিত বিবরণ, সাফল্যের সূচক এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে লাভবান মানুষের সংখ্যা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। কর আদায় বেড়েছে ৫.৩৩ শতাংশ। উন্নয়নের পাঁচালী শুরু হয়েছে ২০১১ সাল থেকে। অর্থনৈতিক করিডরের জন্য আরও ১ কোটি চাকরি হবে বলে আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ লক্ষ ৭৭ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফিরেছেন। তাঁদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, শ্রমশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হয়েছে। ২২ লক্ষ ২ হাজার জন রূপশ্রীর সুবিধা পেয়েছে। ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবার স্বাস্থ্যসাথীর আওতাভুক্ত রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্মাণ শিল্পে মাত্র দুবছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। দুর্গাপুজো সহ মেলা থেকে ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয়েছে রাজ্যে। কৃষিক্ষেত্রে ৯.১৬ গুন। ১ কোটি মহিলা কন্যাশ্রী পাচ্ছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্ব সহকারে বলেন, "বাংলা এখন সারা দেশের কাছে মডেল'। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার মানুষ ঘর পেয়েছেন। বাংলা সড়ক যোজনায় ২০১১ সাল থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ১৪ বছরে ৯৯ লক্ষ লোক পানীয় জলের সুবিধা পেয়েছে। ১০০ দিনের কাজেও এগিয়ে বাংলা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বাজেট ছয় গুণ বেড়েছে।

বাংলার ২২০৮টি বুথ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য, কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার প্রায় ৮০ হাজারের বেশি বুথে ফর্ম বিলি এবং ডিজিটাইজ পর্ব চলছে। এই আবহে দেখা গিয়েছে, বাংলার প্রায় ২,২০৮টি বুথের থেকে কোনও ফর্ম ফেরত আসেনি। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, এইসব বুথে বিলি করা এবং ডিজিটাইজ করা ফর্মের সংখ্যা এক। এমনকী এই তথ্যের নিরিখে দাঁড়াচ্ছে, বাংলার দু'হাজারেরও বেশি বুথে কোনও মৃত, একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটার এবং স্থানান্তরিত ভোটার নেই!অন্যদিকে নদিয়া-১৩০, বাঁকুড়া-১০১, হাওড়া-৯৪, পূর্ব মেদিনীপুর-৯০, বীরভূম-৮৬, উত্তর ২৪ পরগনা-৮২, জলপাইগুড়ি-৫৬, হুগলি-৫৪, দক্ষিণ দিনাজপুর-৪০, পশ্চিম মেদিনীপুর-১৫, উত্তর দিনাজপুর-১১,পূর্ব বর্ধমান-৯, আলিপুরদুয়ার-৩, কোচবিহার ও দার্জিলিং দুটো করে এবং কালিম্পং, কলকাতা উত্তর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ১টি করে বুথেও একই ঘটনা ঘটেছে। এই ২২০৮টি বুথ ছাড়াও এমন বহু বুথ আছে যেখানে হাতে গোনা কয়েকটি এনুমারেশন ফর্ম ফেরত আসেনি। বাকি প্রায় সব ফর্মই সুচারুভাবে জমা পড়েছে। এই হিসাবও প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশনই। তাই এই সমস্ত বুথই এখন নির্বাচন কমিশনের নজরদারির মধ্যে এসেছে। আর নির্বাচন আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট সব ইআরও এবং ডিইওদের জানানো হয়েছে আগামিকাল মঙ্গলবার বেলা ১০টার মধ্যে নিজেদের সই করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।এটা নিয়েই এবার সন্দেহ প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। আর এই হিসাব প্রকাশ্যে আনল নির্বাচন কমিশন। যা নিয়ে এখন জোর শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

এদিকে এই তালিকার শীর্ষে আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ২,২০৮টি বুথের মধ্যে শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেই আছে ৭৬০টি বুথ। এই তথ্য হাতে পাওয়ার পর ডিইও'দের থেকে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। এমনকী নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা মিলিয়ে মোট ২২০৮টি বুথে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম ফিরে এসেছে। আর তাতেই নির্বাচন কমিশন মনে করছে, ওই সব বুথে কোনও মৃত, স্থানান্তরিত ভোটার অথবা একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারের কোনও তথ্য মেলেনি। এটা কেমন করে সম্ভব! তবে বাস্তবে এমনটাই ঘটেছে বলে নির্বাচন কমিশনের দাবি।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

SIR মিটলেই শুরু জনগণনা, জানাল মোদি সরকার

এই মুহূর্তে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন, অর্থাৎ SIR কাজ চলছে গোটা দেশে। আর তা মিটে গেলেই দেশে জনগণনার কাজ শুরু হবে। শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে এমনই ঘোষণা করল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। মোট দু'দফায় জনগণনা হবে ভারতে। জনগণনার দিন ক্ষণও জানিয়ে দিল কেন্দ্রের মোদি সরকার চলতি বছরের জুন মাসে জাতিগণনা হবে বলে জানায় কেন্দ্র। ১০০ বছর পর এই প্রথম জাতিগণনা হতে চলেছে দেশে। কিন্তু জাতি জনগণনা হলেও, শ্রেণিগণনা হবে না বলে জানা যায়। অর্থাৎ কত সংখ্যক মানুষ তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে পড়ছেন, তা জানা যাবে না। অন্য দিকে, জনগণনার কাজ শুরু হওয়ার কথা বলা হলেও, কবে হিসেব প্রকাশ করা হবে, তা জানানো হয়নি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, জনগণনার গোটা প্রক্রিয়া শেষ করতে অনেকটা সময় নিতে পারে কেন্দ্র। ২০২৯ সালে জনগণনা রয়েছে, তার আগে চূড়ান্ত হিসেব সামনে আনা হবে কিনা, সন্দেহ রয়েছে। কারণ ২০১১ সালের হিসেব প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে। আবার OBC, SC, ST-র সংখ্যা প্রকাশ না করার অর্থ, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মাপকাঠির নিরিখে কে, কোথায়, তাও বোঝা সম্ভব হবে না বলে মত রাজনৈতিক মহলের। ফলে মানুষের জীবনযাপন, অর্থনৈতিক অবস্থা, আড়ালেই থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আর কবে জনগণনা হবে দেশে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গাঁধী সেই প্রশ্ন করেছিলেন সরকারকে। জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, SIR মিটলেই জনগণনার কাজ শুরু হবে। দু'দফায় জনগণনা হবে। ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রথম দফায় জনগণনা হবে। দ্বিতীয় দফায় জনগণনার কাজ হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

নিত্যানন্দ জানিয়েছেন, প্রথম দফায় বাড়ির তালিকা তৈরি করা হবে, বাড়ির গণনা হবে। দ্বিতীয় দফায় নাগরিকদের সংখ্যা নির্ধারণে জনগণনা হবে। প্রথম দফায়, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩০ দিন ধরে কাজ চলবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে। ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হবে জনগণনা। তবে লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ওই সময় তুষারপাত ঘটে। তাই ওই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে জনগণনা হবে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।

নিত্যানন্দ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ, সংগঠন ও পূর্ববর্তী জনগণনার তথ্যসমূহের নিরিখে আদমশুমারির প্রশ্নমালা তৈরি করা হবে। দেশে জনগণনার ইতিহাস যেহেতু ১৫০ বছরের বেশি, তাই আগের জনগণনাকে সামনে রেখেই পরবর্তী জনগণনা হবে।

জনগণনার পাশাপাশি, জাতিগণনার দাবিও উঠে আসছে লাগাতার। বিশেষ করে বিরোধীদের তরফে বার হার করে জাতিগণনার দাবি তোলা হয়েছে। আগেই জাতিগণনার দাবিতে সায় দেয় কেন্দ্র। এদিনও কেন্দ্র জানায়, জাতিগণনাও হবে। চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল সেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনীতি বিষয়ক কমিটি। ২০২৭ সালের জনগণনা ডিজিটাল মাধ্যম নির্ভর হবে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নাগরিকরা নিজ নিজ পরিসংখ্যান তুলে ধরবেন। সেই মতো তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চৌবিশতম পর্ব)

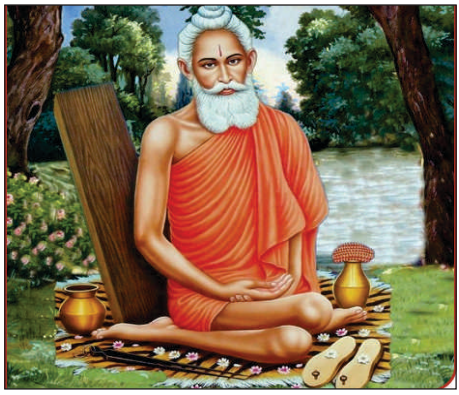

থাকা মানুষের কাছে আসেন, তা জানার জন্য তিনি দেখতে আসেন। দূর থেকে দাড়িয়ে প্রায় মাঝে মাঝে এসে দেখে যান। একদিন বাবার কাছাকাছি এসে নিজের অশান্তির কথা জানান। নিজের কারনে যেসব মানুষকে কষ্ট দিয়েছে,তাদের সে কষ্টের মোচন করার উপদেশ দেন লোকনাথ বাবা। অখিলচন্দ্র বাড়ি ফিরে গিয়ে,সব সম্পত্তি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বাংলার ২২০৮টি বুথ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য, কড়া নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য-রাজনীতি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, আইপ্যাক ঢুকে পড়েছে ডাটা এন্ট্রিতে। সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন তিনি। পাল্টা ভাবের ঘরে চুরি করছেন বিরোধী দলনেতা বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। তার উপর রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরে গিয়ে নানা দাবি করে এসেছেন বিরোধী দলনেতা। যদিও তাঁকে আজ গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হয়েছে বিএলও রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭৬০টি বুথে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম পূরণ হয়ে ফেরত এসেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে পুরুলিয়া। সেখানে ২২৮টি বুথেরও সমস্ত এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়েছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে রয়েছে মুর্শিদাবাদ (২২৬) এবং মালদায় (২১৬)। (২), কালিম্পং (১), উত্তর আর শেষে রয়েছে আলিপুরদুয়ার কলকাতা (১) ও পশ্চিম বর্ধমান (৩), কোচবিহার (২), দার্জিলিং (১)।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

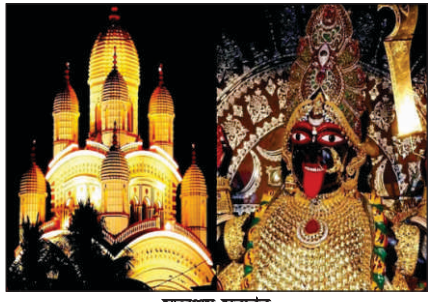

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার গ্রীবা তিনটি এবং স্কন্ধ ছয়টি। প্রধান হাত চব্বিশটি, তাহার বারটি দক্ষিণে আর বারটি বামে। প্রধান হাতের পর অনেকগুলি গৌণ হাত আছে। সর্বশুদ্ধ প্রধান ও অপ্রধানে মিলাইয়া তাঁহার হাত চব্বিশ সহস্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মন কি বাতের ১২৮ তম পর্বের কিছু তথ্য প্রধানমন্ত্রী সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

(তৃতীয় পর্ব)

ন্যাচারাল ফার্মিং নিয়ে চলতে থাকা প্রচেষ্টা দেখে আমি খুব প্রভাবিত হয়েছি। কত যুবক-যুবতী, উচ্চমেধা সম্পন্ন পেশাদার লোকজন ন্যাচারাল ফার্মিং ফিল্ডকে নিজের কাজের ক্ষেত্র করে নিচ্ছেন। আমি ওখানে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছি, ওঁদের অভিজ্ঞতা শুনেছি। ন্যাচারাল ফার্মিং ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের অংশ থেকেছে আর ধরিত্রীমায়ের রক্ষার জন্য একে অনবরত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের সকলের কর্তব্য।

বন্ধুরা, বিশ্বের সবথেকে পুরনো ভাষা এবং বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো শহরগুলির মধ্যে একটি শহর, এই দুইয়ের মিলন সব সময় চমৎকার হয়। আমি কথা বলছি কাশী তামিল সংগমম নিয়ে। দোসরা ডিসেম্বর থেকে কাশীর নমো ঘাটে চতুর্থ কাশী তামিল সংগমম উৎসব শুরু হতে চলেছে। এইবারের কাশী তামিল সঙ্গমম-এর থিম খুবই আকর্ষণীয় "তামিল শেখো, তামিল করকলম।" তামিল ভাষাকে ভালোবাসেন এমন মানুষদের জন্য কাশী-তামিল সঙ্গমম একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। কাশীর মানুষদের সঙ্গে যখনই কথা হয় ওঁরা সব সময় বলেন কাশী-তামিল সঙ্গমমের অংশ হওয়া ওঁদের জন্য খুবই আনন্দের । এখানে ওঁরা কিছু নতুন শিখতে পারেন এবং নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান। এই বছরও কাশীর অধিবাসীরা উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তামিলনাড়ু থেকে আসা নিজেদের ভাইবোনেদের স্বাগত জানানোর জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে রয়েছেন। আমার আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ যে আপনারা অবশ্যই কাশী-তামিল সঙ্গমমের অংশ হোন। এর সঙ্গেই এমন আরও অনেক ক্ষেত্রের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করুন যার মাধ্যমে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা শক্তিশালী হয়। এখানে আমি আবার বলতে চাই

তামিল কলাচ্চরাম ওয়ুর্বানদ

তামিল মৌলি ওয়ুর্বানদ

তামিল ইন্দিয়াবিন পেরুমিদম।

তামিল সংস্কৃতি অতি সুন্দর

তামিল ভাষা অত্যন্ত চমৎকার

তামিল ভারতের গর্ব

আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যখন শক্তিশালী হয় তখন প্রত্যেক ভারতবাসীই গর্বিত হন। গত সপ্তাহে মুম্বাইতে আইএনএস মাহেকে ভারতীয় নৌ সেনায় শামিল করা হয়েছে। এর স্বদেশী ডিজাইন নিয়ে অনেকেই চর্চা করেছেন। অপরদিকে পুদুচেরি এবং মালাবার উপকূলের মানুষজন এর নামকরণ নিয়ে খুশি হয়েছেন। আসলে মাহে নামের একটি জায়গার নাম অনুসারে রাখা হয়েছে যেখানকার এক সমৃদ্ধ, ঐতিহাসিক পরম্পরা রয়েছে। কেরালায় এবং তামিলনাড়ুর অনেক মানুষেরা এই বিষয়টি খেয়াল করেছেন যে এই যুদ্ধযানটির ক্রেস্ট উরুমী এবং কলারিপট্টুর ঐতিহ্যশালী নমনীয় অস্ত্রটির মতো দেখতে। এটা আমাদের সকলের জন্য গর্বের বিষয় যে আমাদের নৌ সেনারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। ৪ঠা ডিসেম্বর আমরা নৌ-সেনা দিবস পালন করতে চলেছি। এই দিনটি আমাদের সৈনিকদের অদম্য সাহস এবং পরাক্রমের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

বন্ধুরা, যাঁরা নৌবাহিনী সম্পর্কিত পর্যটনে আগ্রহী তাঁদের জন্য আমাদের দেশে এমন বহু স্থান রয়েছে যেখানে গিয়ে তাঁরা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। দেশের পশ্চিম উপকূলে, গুজরাতের সোমনাথের পাশেই 'দীউ' জেলা। দীউ-এ INS-খুখরীর উৎসর্গে সমর্পিত রয়েছে Khukri Memorial and Museum। আবার গোয়া'য় আছে Naval Aviation Museum, এশিয়ায় এই ধরনের সংগ্রহশালা প্রায় বিরল। Fort- Kochi-র INS-দ্রোণাচার্যে Indian Naval Maritime Museum আছে। সেখানে আমাদের দেশের সামুদ্রিক ইতিহাস এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর বিবর্তনকে চাক্ষুষ করা যায়। শ্রীবিজয়াপুরম, মানে যাকে আগে পোর্ট ব্লেয়ার বলা হতো, সেখানে 'সমুদ্রিকা-Naval Marine museum' আছে, যা ওই অঞ্চলের সমৃদ্ধ ইতিহাস কে তুলে ধরার জন্য সুপরিচিত। কারোয়ার-এর রবীন্দ্রনাথ টেগর সৈকতে অবস্থিত warship museum-এ ক্ষেপণাস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রর replica রাখা হয়েছে। বিশাখাপত্তনামেও ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটা সাব-মেরিন, হেলিকপ্টার এবং এয়ারক্রাফ্ট মিউজিয়াম আছে। আমি আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে যাঁরা সামরিক ইতিহাসে উৎসাহী, তাঁদের অনুরোধ করবো যে এই মিউজিয়ামগুলো একবার অবশ্যই দেখতে যাওয়ার।

আমার প্রিয় দেশবাসী, শীত পড়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন পর্যটনের সময়ও

ক্রমশঃ

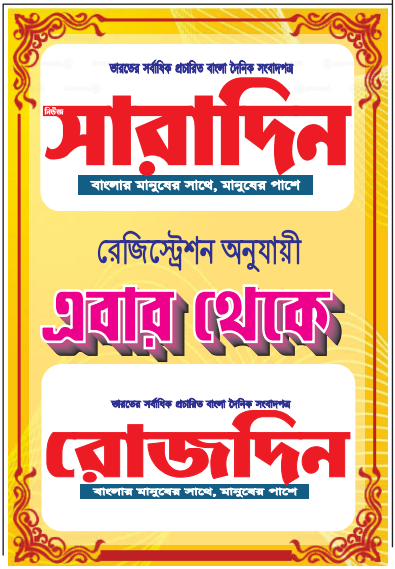

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

অবহেলায় ভগ্ন উত্তর বারাসাতের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর বাড়ি

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অনির্বচনীয় আলো, এক চির জাগ্রত মন্ত্র - 'বন্দে মাতারাম'। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই সুমধুর স্তুতি। যা একসময় বাঙালি মনের গভীর থেকে উঠে স্বাধীনতা চেতনাকে বুলন্দ করেছে - বন্দেমাতরম - এই শব্দে কেবল একটি গান নয় সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা চেতনার এক অনবদ্য প্রতীক গেঁথে আছে। ১৮৭৫ সালে ৭ই নভেম্বর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বন্দেমাতারাম।

এই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উত্তর বারাসাত স্টেশন থেকেই প্রায় মিনিট দশের রাস্তা সেই পুরানো বাড়ি বর্তমানে রীতিমতো অযত্নে, অবহেলায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িটি বিষাক্ত পোকামাকড়ের আস্তানায় পরিণত। শৌচকর্মের জন্যেও মানুষ আসেন এই বাড়িটিতে। অথচ এই বাড়িটিতে ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আজ সেই বাড়িটি রীতিমতো পোরো ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত। কার্যত শীতের দিনের বেলাতেই যেনও অন্ধকার নেমে এসেছে বাড়িটিতে। এলাকার মানুষ নাম গোপন রাখার শর্তে জানিয়েছেন, রাজ্য কিংবা কেন্দ্র সরকারের উচিত এই বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণে এগিয়ে আসা অন্যথায় এই অঞ্চলটি অসামাজিক কাজের আকরায় পরিণত হবে।

বন্দেমাতরম জাতীয় আবেগে জায়গা করে নিয়েছিল। তবুও আনন্দমঠ - এর ধর্মীয় প্রতীক ও কিছু স্তবকে ঘিরে পরে বিতর্ক তৈরি হয়। বহু মানুষ মনে করেন মাতৃরূপে দেবীর উপস্থাপন কিছু সম্প্রদায়ের জন্য গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তাই গানটির শুধু প্রথম দুটো স্তব জাতীয় ব্যবহারের জন্য উপযোগী বলে ধরা হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে স্পষ্ট বন্দেমাতরম আজ রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরেও একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতি, একটি ঐতিহাসিক সম্পদ।

ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় কংগ্রেসের ঐতিহ্য ভিত্তিক প্রেক্ষাপটে বন্দেমাতরমকে ' জাতীয় গান' হিসাবে সম্মান জানানো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটির মর্যাদা জাতীয় সংগীত 'জনগণমন' -র সঙ্গে সমান সম্মানে রক্ষিত থাকে। তবে আইনি গঠনে জাতীয় গানের কথা সংবিধানে সরাসরি না থাকলেও সাংবিধানিক অনুষ্ঠানে এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৫০ বছর পর পিছনে তাকালে মনে হয় বন্দেমাতরম কেবল এক সুর বা কবিতা নয় -এটি এক যাত্রা। যে যাত্রা বাঙালি নবজাগরণের অন্তঃস্রোত থেকে শুরু হয়ে জাতীয় সংগ্রামের চূড়ায় পৌঁছেছে, আবার বিতর্কের মাঝেও তার মর্ম হারায়নি। তাই আজও যখন উচ্চারিত হয় বন্দেমাতারাম তখন যেন অদৃশ্য ভাবে আমরা সংযুক্ত হই সেই মানুষের সঙ্গে, যারা একদিন গানটির সুরে স্বাধীনতা স্বপ্ন দেখেছিল।

প্রথমে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বারুইপুর পরে বদলি হয়ে বহরমপুর এবং হুগলি জেলায় চুঁচুড়াতে পরবর্তীকালে অবসর নিয়ে ডেপুটি কালেক্টর হয়ে উত্তর বারাসত ছিলেন।

১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে ছিলেন এই উত্তর বারাসাতে বাড়িতে তা যেন আজ নিছক কথিক গল্প। চারিদিকে স্থানীয়দের নোংরা আর্বজনা - প্ল্যাস্টিকের কাগজ, মূত্র ত্যাগ, মদের আসর ইত্যাদি। আজ অচিরেই ভগ্ন বাড়ি বঙ্কিমবাবুর দেওয়ালে ঘাস বড় বড় বট গাছ গজিয়ে গেছে। খসে পড়ছে দেওয়ালের ইট...! স্থানীয় থেকে শুরু করে রাজ্য - কেন্দ্র সরকার - হেরিটেজ কারুর কোনো উদ্যোগ নেই...! প্রশ্ন উঠছে ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের হেরিটেজ না হওয়া বঙ্কিমবাবুর উত্তর বারাসাতের বাড়ি শিক্ষা যেন আজ ধুলোয় পড়ে কাঁদছে...!

(২ পাতার পর)

শিয়ালদহ-কল্যাণী সেকশনে নতুন এসি লোকাল সার্ভিস শুরু

সপ্তাহান্তে ভ্রমণের পরিকল্পনাকারী বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী এবং ভক্তদের সুবিধার্থে করা হয়েছে।

ট্রেন নম্বর 31847/31848 শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর (রবিবার)

শিয়ালদহ থেকে যাত্রা: 11:55 AM, 14:11 PM তে কৃষ্ণনগর পৌঁছায়

কৃষ্ণনগর থেকে প্রস্থান: 04:05 PM, শিয়ালদহ 06:20 PM এ পৌঁছায়

রুটে স্টপেজ: বিধাননগর, দমদম, বেলঘরিয়া, সোদেপুর, খড়দহ, ব্যারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, চাকদহ এবং রানাঘাট।

3. *কল্যাণী পর্যন্ত নতুন নন-এসি বর্ধিত পরিষেবা।*

নতুন এসি লোকালের পাশাপাশি, বিবিডি ব্যাগ (কলকাতা) থেকে উদ্ভূত একটি বর্ধিত নন-এসি ট্রেন পরিষেবাও এখন কল্যাণী পর্যন্ত চলবে, যা সংযোগ আরও উন্নত করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নতুন পরিষেবা এবং বিদ্যমান কার্যক্রমের সাথে, কল্যাণী থেকে আসা/যাওয়াকারী যাত্রী, ভক্ত এবং রোগীর জন্য সপ্তাহে ০৭ দিন মোট তিনটি এসি লোকাল পরিষেবা উপলব্ধ থাকবে, যা একাধিক সুবিধাজনক বিকল্প প্রদান করবে।

এই নতুন পরিষেবাটি বাইরের তাপ এবং আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষিত একটি আরামদায়ক এবং দ্রুত যাতায়াতের প্রতিশ্রুতি দেয়, যা সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি মনোরম যাত্রা নিশ্চিত করবে। ট্রেনটি শিয়ালদহ - কল্যাণী এবং শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগরের মধ্যে সীমিত স্টপেজ করবে, যা প্রচলিত স্থানীয় পরিষেবার তুলনায় দ্রুত ভ্রমণের সময় বৃদ্ধি করবে।

সিনেমার খবর

শাহরুখকে পিছনে ফেলে শীর্ষে প্রভাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নাম প্রভাস। অভিনয়ের জন্য বছরের পর বছর চরিত্রে ডুবে থাকা প্রভাস—নিজের জীবন, এমনকি বিয়ের সিদ্ধান্তও একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। আর সেই একাগ্রতার ফসলেই এবার তিনি হলেন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওরম্যাক্স মিডিয়ার অক্টোবর জরিপে কিং শাহরুখ খান, থালাপাতি বিজয়, আল্লু অর্জুন, জুনিয়র এনটিআর এর মতো তারকাদের পিছনে ফেলে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন এই তেলেগু আইকন। তিনি যেন আবারও প্রমাণ করলেন, 'বাহুবলি' শুধু এক সিনেমা নয়—এটা তার নামেরই আরেক পরিচয়।

ওরম্যাক্স মিডিয়া নিজেদের সোশ্যাল হ্যান্ডেল ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছে, ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতার তালিকায় সবার উপরে রয়েছেন প্রভাস। এ তালিকার দ্বিতীয়, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন থালাপাতি বিজয়, আল্লু অর্জুন।

দশজনের এই তালিকার চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অবস্থানে যথাক্রমে রয়েছেন—শাহরুখ খান, অজিত কুমার, জুনিয়র এনটিআর। সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অবস্থানে যথাক্রমে রয়েছেন মহেশ বাবু, রাম চরণ, পবন কল্যাণ, সালমান খান।

২০০২ সালে 'ঈশ্বর' সিনেমার মাধ্যমে তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখেন প্রভাস। এরপর বেশ কিছু জনপ্রিয় ও ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি। প্রভাস অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'কল্কি'। গত বছরের ২৭ জুন মুক্তি পায় এটি। নাগ অশ্বিন পরিচালিত এ সিনেমায় তার সহশিল্পী হিসেবে ছিলে অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসান, দীপিকা পাড়ুকোন, দিশা পাটানির মতো শিল্পীরা।

ইতোমধ্যে 'রাজা সাব' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন প্রভাস। এতে তার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন—সঞ্জয় দত্ত, বোমান ইরানি, মালবিকা মোহনান, নিধি আগরওয়ালের মতো তারকারা। এখন পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি সিনেমাটি মুক্তির কথা রয়েছে।

চোট নিয়েই শুটিংয়ে ফিরলেন শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি একটি সিনেমার নাচের দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়ে গুরুতর চোট পান বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর। চিকিৎসক তাকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে এসবের তোয়াক্কা না করে চোট নিয়েই শুটিং সেটে ফিরলেন অভিনেত্রী।

জানা যায়, গানে ভারী গয়না ও পোশাকে সেজেছিলেন শ্রদ্ধা। দ্রুত লয়ের নাচের সময় হঠাৎই তিনি নিয়ন্ত্রণ হারান। শরীরের পুরো ভার বাঁ পায়ের ওপর পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন অভিনেত্রী। আঘাতের ফলে পা নাড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তিনি। প্রথমে পা ভেঙে যাওয়ার গুঞ্জন ছড়ালেও পরে জানা যায় তিনি পেশিতে গুরুতর চোট পেয়েছেন।

দুর্ঘটনা পরপরই প্রযোজনা সংস্থা ও পরিচালক শ্রদ্ধার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে শুটিং বাতিল করে দেন। কিন্তু শ্রদ্ধা নিজেই শুটিং চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানান।

প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে, অভিনেত্রী এই লোকসানের সময়ে চুপচাপ বসে থাকতে চাইছেন না। তার অনুরোধ, নাচের দৃশ্য বা দাঁড়িয়ে শুটিং করতে না পারলেও, ক্লোজআপ বা ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিংগুলো চালিয়ে যেতে।

প্রসঙ্গত, মারাঠি লোকশিল্পী বিঠাবাঈ ভাউ মঙ্গ নারায়ণগাঁওকরের জীবনীর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে 'ঈথা' ছবিটি। এতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন শ্রদ্ধা। ছবিটি পরিচালনা করছেন লক্ষ্মণ উটেকর।

অনলাইন-অফলাইনে বাজে মন্তব্যকারীদের একই শাস্তি চান হুমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিনেত্রীদের কমেন্ট বক্সে অশালীন মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রমণ নতুন নয়। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশি। তার মতে, বাস্তবে নারীদের হয়রানি করলে যে শাস্তি হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় বাজে মন্তব্য করলেও একই শাস্তি হওয়া উচিত।

সম্প্রতি দ্য মেল ফেমিনিস্ট-এর সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন অভিনেত্রী।

হুমা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ কেউ বিকিনি পরা ছবি পোস্ট করতে বলেন। আবার পোস্ট করলে লেখেন, এগুলো কী করছেন? এই দ্বিচারিতা যেমন বিরক্তিকর, তেমনই দুঃখজনক। রাস্তায় নারীদের বাজে মন্তব্য করলে যেমন শাস্তি হয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় একই কাজ করলে একই ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত। কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

তার কথায়, যদি কেউ আমার মেসেজে অশ্লীল ছবি বা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন, তবে তারও শাস্তি হওয়া উচিত। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই, নারীরা কী পোশাক পরছেন, তাদের মেকআপ, জীবনশৈলী, কাজ বা রাতে কখন বাড়ি ফিরছেন—এসব নিয়ে সমালোচনা করা বন্ধ করুন।

অভিনেত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন অনেকে। তাদের কথায়, বাজে মন্তব্যকারীদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা উচিত।

বর্তমানে বেশ ভালো সময় কাটছে হুমার। 'দিল্লি ক্রাইম ৩' এবং 'মহারানি ৪' সিরিজ দুটি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শক মহলে।

রচিত সিংয়ের সঙ্গে প্রেম করছেন হুমা—সম্প্রতি এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি অভিনেত্রী। তবে সোনাক্ষীর রিসেপশনে রচিতের সঙ্গে একই রঙের পোশাক পরে আসতে দেখা যায় পর্দার মহারানিকে।

ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার রবিন স্মিথ আর নেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ও কিংবদন্তি ব্যাটার রবিন স্মিথ আর নেই। মঙ্গলবার ৬২ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন সাবেক সতীর্থ ও হ্যাম্পশায়ারের ক্রিকেটার কেভান জেমস।

রবিন স্মিথ ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের হয়ে ৬২টি টেস্ট ও ৭১টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। কঠিন সময়ের মধ্যেও দলের মধ্যক্রমে ভরসার জায়গা ছিলেন তিনি। বিশেষ করে দ্রুতগতির বোলিংয়ের বিপক্ষে তার পারফরম্যান্স ছিল অনন্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ত্রাস সৃষ্টিকারী পেস আক্রমণের বিপক্ষে ১৯৯৪ সালে অ্যান্টিগায় ১৭৫ রানের ক্যারিয়ার-সেরা ইনিংস খেলেছিলেন স্মিথ।

ইংল্যান্ডের হয়ে স্মিথ টেস্টে মোট ৪,২৩৬ রান করেন, গড় ৪৩.৬৭। তার নামের পাশে রয়েছে ৯টি শতক।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে জন্ম নেওয়া স্মিথ কাউন্টি ক্রিকেটেও করেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি হ্যাম্পশায়ারের অধিনায়ক ছিলেন। তার নেতৃত্ব ও পারফরম্যান্সে দল জিতেছে বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ (১৯৮৮ ও ১৯৯২) এবং ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি (১৯৯১)।

অবসরের পর স্মিথ দীর্ঘদিন ধরে মদ্যপান ও বিষণ্নতার সমস্যায় ভুগছিলেন। গত সপ্তাহেও তিনি এক সাক্ষাৎকারে নিজের এই সংগ্রামের কথা জানিয়েছিলেন।

মঙ্গলবার সকালে সোলেন্ট নিউজে স্মিথের মৃত্যুর তথ্য জানাতে ভেঙে পড়েন সতীর্থ কেভান জেমস। তিনি বলেন,'এটা খুবই ভয়াবহ খবর। আজ খুব দুঃখের দিন। ৮০ ও ৯০ দশকে ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটার ছিল রবিন। বিশেষ করে দ্রুতগতির বোলিংয়ের বিপক্ষে তিনি ছিলেন অসাধারণ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভয়ংকর পেস আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করার মতো খুব কম ইংলিশ ব্যাটারই ছিল স্মিথ তাদের একজন।'

ইংল্যান্ড ক্রিকেটে স্মিথের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে দীর্ঘদিন।

নারী বিশ্বকাপে রেকর্ড দর্শকে আয়ের নজির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্য শেষ হওয়া নারীদের বিশ্বকাপে দর্শক সমাগমে রেকর্ড ভেঙেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) জানিয়েছে, নারী বিশ্বকাপ রেকর্ড সংখ্যক দর্শক প্রথম ১৩টি একদিনের ম্যাচ দেখেছেন। এতে আয় হয়েছে ১৩.৮৮ মিলিয়ন ডলার।

গত মাসে ভারত ও শ্রীলংকায় শুরু হওয়া নারীদের ৫০ ওভারের এই টুর্নামেন্টের ১৩তম সংস্করণের ফাইনাল হয় গত ২ নভেম্বর। ফাইনালে শ্রীলংকাকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় ভারত। টুর্নামেন্টে আটটি দল অংশ গ্রহণ করে।

আইসিসি ও জিওহটস্টারের যৌথভাবে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, টুর্নামেন্টের প্রথম ১৩টি ম্যাচ ইতোমধ্যে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। যা ২০২২ সালের সংস্করণের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি।

আইসিসি জানিয়েছে, ৫ অক্টোবর কলম্বোতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি ২৮.৪ মিলিয়ন দর্শক দেখেছেন। যা নারীদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রেকর্ড।

অবিশ্বাস্য রেকর্ডটি শুধুই মেসির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

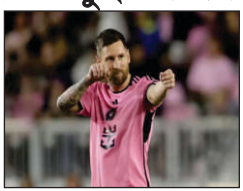

বয়স যেন তার কাছে কেবলই একটি সংখ্যা। গোল ও অ্যাসিস্টের সূচকে লিওনেল মেসির উর্ধ্বগতির ছুটে চলা থামার মতো নয়। তা কোথায় গিয়ে থামবে—এখনই বলা কঠিন। আজ আবারও প্রমাণ মিলল কেন তিনি এখনও ফুটবলের সবচেয়ে বড় নামগুলোর একজন। এক ম্যাচে হ্যাটট্রিক অ্যাসিস্টের সঙ্গে করেছেন এক মনোমুগ্ধকর গোল। আর সেই নৈপুণ্যেই মেজর লিগ সকার (এমএলএস) প্লে-অফে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। এই সাফল্যের নায়ক যে মেসি—সন্দেহ নেই!

মায়ামিকে তিন গোলে সহায়তা করে মেসির সব মিলিয়ে অ্যাসিস্টের সংখ্যা হলো ৪০৪টি। হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফ্রেঞ্চ পুসকাসের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্ট এখন মেসির। পেশাদার ফুটবলে সব মিলিয়ে মেসির গোল হলো ৮৯৬টি।

মেসির গোল-অ্যাসিস্ট মিলিয়ে সংখ্যাটা ১৩০০। ফুটবল ইতিহাসে এই অবিশ্বাস্য রেকর্ডটি শুধুই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসির। মেসির পরে থাকা পর্তুগাল কিংবদন্তি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর গোল ও অ্যাসিস্টের সংখ্যা ১২১৩টি।

১৩শ গোল করতে মেসির লেগেছে ১১৩৫ ম্যাচ। রোনালদোর এখন পর্যন্ত খেলেছেন ১২৯৮ ম্যাচ। তাঁর চেয়ে ১৬৩ ম্যাচ কম খেলে ১৩০০ গোল অবদানের মাইলফলকে পৌঁছেছেন। প্রত্যেক ম্যাচে মেসির গড় গোল অবদান ১.১৪৫, রোনালদোর ০.৯৩৪। মেসির ১২টি গোলে অবদান এক এমএলএস পোস্টসিজনে নতুন রেকর্ড। ১৯৯৯ সালে আন্টে রাজভেরে করা ১০ গোল অবদানকে ভেঙে দিয়েছেন ৩৮ বছর বয়সী মেসি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR